আলমডাঙ্গার নাগদাহ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গার নাগদাহ বঙ্গবন্ধু ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল ৩ টার দিকে ফুটবল টুর্ণামেন্ট খেলা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর।

অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীর হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর বলেন, নাগদাহ গ্রামে ফুটবল খেলার আয়োজন কেন্দ্রিক আমি অভিভূত।

এ মাঠে সুন্দর পরিবেশের মাধ্যমে করোনা পরবর্তীতে এমন আয়োজন খুবই ভালো উদ্যোগ। দীর্ঘদিন করোনা ও লকডাউনের কারণে স্থবিরতা বিরাজ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে। স্কুল কলেজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণে খেলাধুলাসহ বিভিন্ন আয়োজন বন্ধ হয়ে যায়।

ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, ঘোলদাড়ি ফাঁড়ি পুলিশের আইসি এসআই সিদ্ধার্থ মন্ডল, এসআই রকিবুল ইসলাম, রাসেল জোয়াদ্দার, রুমি জোয়াদ্দার প্রমূখ।

ফুটবল টুর্ণামেন্টে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দুটি দল অংশ গ্রহন করেন।

কুষ্টিয়ায় হাজী ও নান্নার বিরিয়ানির নামে পরিবেশন করা হচ্ছে নিম্নমানের পচা-বাসি খাবার

রাজধানীর বিভিন্ন স্বনামধন্য খাবারের দোকানের সাথে মিলিয়ে রাখা খাবারের দোকানের নাম ব্যবহার করে কুষ্টিয়া শহরে চলছে অসংখ্য

রেস্টুরেন্ট।

যেগুলোতে পরিবেশন করা হচ্ছে নিম্নমানের পচা-বাসি খাবার। না জেনে-বুঝে শহরের অসংখ্য মানুষ তা খাচ্ছেন প্রতিদিন।
দোকান সংশ্লিষ্টদের কথায় অনেকটা স্পষ্ট, এগুলোর সাথে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী খাবারের দোকানের কোন সংযোগ নেই।রাজধানীর নামীদামী হাজীর বিরিয়ানি ও নান্না বিরিয়ানির নামের সাথে মিল রেখে এসন দোকান পরিচালনা করে থাকে।খাবারের মান একেবারেই নেই বললেই চলে।

নোংরা স্যাঁতসেতে পরিবেশ, পঁচা বাসী খাবার দিলেও ক্রেতারা অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলতে পারে না। এসব রেস্টুরেন্টের হেঁসেল কিভাবে চলছে তা দেখার জন্য কোন অনুমতি নেই।

নামসর্বস্ব নান্নার রান্না দেখে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। অন্যগুলোর অবস্থাও একই। পচা-বাসি কোন খাবারই ফেলে দেয়া হয় না এখানে। আর যে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা হয় খাবার, তা হঠাৎ দেখায় মনে হতে পারে আবর্জনার ভাগাড়।
শুধু এই হাজী কিংবা নান্না বিরিয়ানীই নয় শহরের ওলিতে গলিতে নামসর্বস্ব এমন অনেক রেস্তরা গড়ে উঠেছে। এরমধ্যে শহরের চাররাস্তা থেকে ৬ রোস্তা মোড়ের দিকে বেশকিছু মিনি চাইনিজের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে বড় বড় গোটেল রেস্তরায় অভিযান চালালেও এসব প্রতিষ্ঠানে কোন অভিযান পরিচালনা হয় না বললেই চলে।
কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ডা. আশরাফুল ইসলাম বলেন, এমন খাবার শরীরের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ।এসব দেখার দায়িত্ব ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের। অথচ তাদের কাছে গিয়ে মিললো গৎবাঁধা বক্তব্য। কুষ্টিয়া হোটেল ব্যবসায়ী সমিতির তথ্য, শহরে রেস্টুরেন্ট আছে ৩০০’রও বেশি।

গাংনীতে আহসান হাবীব সোনাকে

মোটর শ্রমিকদের সংবর্ধনা

মেহেরপুরের গাংনীতে মেহেরপুর জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবীব সোনাকে সংবর্ধনা দিয়েছে মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের গাংনী শাখা কার্যালয়ের নেতৃবৃন্দ। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন ফেডারেশন এর কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মনোনীত হওয়ায় সোমবার রাত সাড়ে টার দিকে গাংনী শাখা কার্যালয়ে এ সংবর্ধনা দেয়া হয়।

গাংনী শাখা কার্যালয়ের সভাপতি জমির উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সদ্য মনোনীত হওয়া বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন ফেডারেশন এর কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি আহসান হাবীব সোনা।

শ্রমিক নেতা এনামুল হক এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা আঞ্চলিক কমিটি ও মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান।

এর আগে অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এ সময় জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মরহুম তুষার স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়ায় মরহুম তুষার স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। ক্যাশবপাড়া যুব সম্প্রদায় এর উদ্যোগে ক্যাশবপাড়া মাঠে এ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।

রবিবার বিকালে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। এসময় তিনি উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব গিয়াস উদ্দিন,

তোজাম্মেল হক সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী খেলায় ক্যাশবপাড়া সুপার কিংস ১-০ গোলে ক্যাশবপাড়া ভাইকিংসকে পরাজিত করে।

চুয়াডাঙ্গার কুন্দিপুরে জমজমাট জুয়ার আসর, হাবিল হারলেন লক্ষ টাকার গরু

চুয়াডাঙ্গার কুন্দিপুর গ্রামে প্রতিদিনই রাতে বসছে জমজমাট জুয়া ও মাদকের আসর। এসব আসরে অংশ নিয়ে নিঃস্ব হচ্ছে উঠতি বয়সি অনেক যুবক। খেলায় হেরে সর্বশান্ত হওয়া পরিবারগুলোতে বিরাজ করছে নানা অশান্তি।

গ্রামসূত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুন্দিপুর গ্রামের বেলেমাঠ পাড়ায় সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত অবদি বসছে জমজমাট জুয়া ও নেশার আসর। এসব আসরে অংশগ্রহণ করে অনেকেই হচ্ছে সর্বশান্ত। তারি ধারাবাহিকতায় গত বৃহস্পতিবার গ্রামের মাঠে নেশার আড্ডায় বসে জুয়ার আসর।

এতে অংশ নেয় গ্রামের দিন মোহাম্মদের ছেলে জান মোহাম্মদ, হাছানের ছেলে রিপন, ঘড়ি আওলার ছেলে ইমরান হানিফের ছেলে হাবিল ও সেলিমের ছেলে আরিফুল ইসলাম। এ আসরে হাবিল ১ লাখ ২ হাজার টাকা জুয়াখেলে হেরে যায় জান মোহাম্মদের নিকট। জুয়ায় জিতে জান মোহাম্মদ ওই টাকার মধ্যে ৪৭ হাজার টাকা দিয়ে একটি গুরুর বাছুরও কিনেছে।

এছাড়াও গ্রামের কিতাবের ছেলে রাশেদুল, ছিদ্দিকের ছেলে আলামিন, মহব্বতের ছেলে জিলানি ও ভরতের ছেলে সুমন নিয়মিত নেশার আড্ডা বসিয়ে থাকেন বলে গ্রামবাসি অভিযোগ করে জানিয়েছেন। হার-জিতের এ আসরে অংশ নিয়ে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছে বলে জানাগেছে। ফেলে নেশা ও জুয়ার টাকা জোগার করতে গিয়ে পরিবারগুলোতে বিরাজ করছে নানা অশান্তি।

মহল্লাবাসি জানান, এসবের প্রতিবাদ করতে গেলে প্রতিবাদকারিদের প্রতি চড়াও হয় উশৃংখল এসব যুবকেরা। জুয়ার টাকায় গরু কেনার বিষয়টি অশিকার করেছেন জান মোহাম্মদ। তাই ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। বিষয়টির প্রতি চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের আশু হস্থক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তোভোগি মহল।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত-১ শিশুসহ আহত-৫

আলমডাঙ্গায় ইঞ্জিনচালিত অবৈধযান আলমসাধু ও ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে এক বৃদ্ধা নিহত ও শিশুসহ পাঁচজন গুরুত্বর আহত হয়েছে। শনিবার দুপুর ১ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার নগরবোয়ালিয়া গ্রামের মাঠের মধ্যে এ দূর্ঘটনাটি ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গার ভালাইপুর বাজার হতে আলমসাধু যোগে ৬জন যাত্রী নিয়ে হাটবোয়ালিয়ায় যাচ্ছিলো। এ সময় নগরবোয়ালিা মাঠের মধ্যে পৌছালে আলমসাধু ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে মনোয়ারা খাতুন নামের ১ বৃদ্ধা নিহত হয়। আহত হয় শিশুসহ আরো ৫ জন।

নিহত মনোয়ারা খাতুন আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের নান্দবার গ্রামের মৃত ইয়ামিন আলীর স্ত্রী।আহতরা হলেন, একই উপজেলার ভাংবাড়িয়া গ্রামের নুরুল হকের স্ত্রী রুলিয়া খাতুন (৬০), একই গ্রামের ইসরাফিল আলীর স্ত্রী রেহানা খাতুন (৪০), ভোগাইলবগাদী গ্রামের আমিরুল ইসলামের স্ত্রী আফরোজা খাতুন (৫৫), বড় বোয়ালীয়া গ্রামের মোশারেফ হোসেনের ছেলে ইজিবাইক চালক বিল্লাল হোসেন (৫০), ও কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার কেশবপুর গ্রামের জিনারুলের মেয়ে মাহমুদা খাতুন (৬)।

আহতদের মধ্যে দুজনের শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজশাহীতে রেফার্ড করেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল শনিবার দুপুরে আলমডাঙ্গা

উপজেলার নগরবোয়ালীয়া গ্রামের মাঠের মধ্যে ইঞ্জিনচালিত অবৈধযান আলমসাধু ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইজিবাইক চালকসহ ছয়জন যাত্রী হতাহতের ঘটনা ঘটে।

পরে স্থানীয়রা আহতদেরকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করলে এর কিছুক্ষন পর বৃদ্ধা মনোয়ারা খাতুনের মৃত্যু হয়।
আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, মাথা ও বুকে প্রচন্ড আঘাত পাওয়ায় চিকিৎসধীন অবস্থায় মনোয়ারা খাতুন নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও রুলিয়া খাতুন ও শিশু মাহমুদা খাতুনের মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় তাদের অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। বাকি তিনজনের অবস্থা শঙ্কামুক্ত।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নগরবোয়ালিয়া মাঠের মধ্যে আলমসাধু ও ইজিবাইক সংঘর্ষে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও কয়েকজন আহত হয়েছে বলে শুনেছি। এ বিষয়ে এখনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

ঝিনাইদহে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা প্রদান

ঝিনাইদহে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান নূর-উর-রহমানকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। শনিবার সকালে ঝিনাইদহ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যালয়ে এ সংবর্ধনা প্রদাণ করা হয়।

এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সংবর্ধিত অতিথি নূর-উর-রহমান ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ ইউনিট এর সভাপতি কনক কান্তি দাস, সাধারণ সম্পাদক জে এম রশীদুল আলম, সহ-সভাপতি

মাহমুদুল ইসলাম ফোটন, নির্বাহী সদস্য এনামুল হক এনাম, মোবাশ্বের হোসেন পল্টু, রোকনুজ্জামান প্রমুখ।

আলোচনা সভার শুরুতে নূর-উর-রহমানকে ঝিনাইদহ ইউনিট’র পক্ষ থেকে ফুল ও ক্রেস্ট নিয়ে সংবর্ধনা প্রদাণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে খোলা জায়গায় ফেলা হচ্ছে ময়লা আবর্জনা

চুয়াডাঙ্গায় আধুনিক জেলা সদর হাসপাতাল এর নতুন ২৫০ শয্যাশায়ী ভবনের সামনে যেন পরিণত হয়েছে ময়লা আবর্জনার স্তুপে । প্রতিনিয়ত ফেলা হচ্ছে খাবারের উচ্ছিষ্ট, হাসপাতালের বর্জ্য, রক্তমাখা গজ-তুলাসহ পরিত্যক্ত জিনিসপত্র।

দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার না করায় রীতিমতো ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় এই আধুনিক জেলা সদর হাসপাতালের প্রধান ফটকের পার্শ্ববর্তী স্থান। রোগী ও দর্শনার্থীরা দুর্গন্ধে নাকাল হয়ে উঠলেও নীরব ভূমিকায় রয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ ও পৌর কর্তৃপক্ষ।

সরেজমিনে দেখা যায়, আগত রোগীর স্বজনদের পাশাপাশি হাসপাতালে কর্মরত স্টাফ ও আশপাশের দোকানদাররা ২৫০ শয্যাশায়ী ভবনের সামনে সারাদিনই পরিত্যক্ত জিনিসপত্র ফেলে যাচ্ছেন। চিকিৎসা নিতে এসে নাকে টিপে ধরতে হচ্ছে সাধারণ মানুষজনকে।
তীব্র দুর্গন্ধে বমি হওয়ার উপক্রম। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীর স্বজনদের মধ্যে।

স্থানীয় এক ব্যবসায়ি জানান, শুধু রোগীর স্বজন ও আশপাশের ব্যবসায়ীরাই নন, হাসপাতালে কর্মরতরাও এখানে এসে ময়লা-আবর্জনা ফেলে যাচ্ছেন। অথচ পৌরসভা অথবা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। জেলার প্রধান স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ভিতরে বেহাল অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক

বলে মন্তব্য করেন রোগীর স্বজনরা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা এক রোগীর স্বজন বলেন বাইরে থেকে ওষুধ খাবার নিতে এলে এখানে এসে নাক চেপে ধরতে হয় বারবার এই দুর্গন্ধের শিকার হতে হচ্ছে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে এবং প্রবেশের সময় রীতি মতো বমি হওয়ার উপক্রম হয় এই ব্যাপারে স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

লোকজন হাসপাতালের সেবা নিতে এসে প্রবেশপথের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নীরব ভূমিকায় থাকাটা অত্যন্ত দুঃখজনক। গত দেড় মাসের বেশি সময় ধরে এই ময়লা-আবর্জনার স্তূপ তৈরি হয়েছে চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিষয়টি নজরে আসলেও কোন প্রকার ব্যবস্থা আজও পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা সদর হাসপাতালের সিভিল সার্জন ডা.এ এস এম মারুফ হাসান বলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার পক্ষ থেকে প্রতিদিন এই জায়গাটি পরিষ্কার করার কথা থাকলেও তা করা হচ্ছে না লিখিতভাবে পৌরসভাকে জানানোর পরও কাজ না হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ঝিনাইদহে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ২৯১ তম আবির্ভাব দিবস উদযাপন

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ২৯১ তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার, সকাল ১১ টার দিকে ঝিনাইদহে সদর উপজেলা পুরাতন হাটখোলা কেন্দ্রীয় লোকনাথ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় আবির্ভাব উৎসব। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে সমাগম ঘটে হাজার হাজার ভক্ত। কোলাহলে মুখরিত হবে আশ্রম চত্বর

আশ্রম কমিটির সভাপতি, রনি সাহা, ও সাধারণ সম্পাদক, দেবু দত্ত জানান, শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১২৩তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে শনিবার আশ্রমে প্রভাত কীর্তন, গীতাপাঠ, বাল্যভোগ, জীবনবৃত্তান্ত পাঠ, রাজভোগ, প্রসাদ বিতরণ, আরতী কীর্তনসহ নানা

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি জানান এছাড়াও বছরের প্রতিটি দিনই ভক্তরা নানা মনোবাসনা নিয়ে আশ্রমে ছুটে আসেন। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের (১৮৯০ খ্রি.) ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ ১৬০ বছরে মহাপ্রয়াণে যাবার আগে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী সকলকে বলেন, “আমি নেই এ কথা তোমরা কখনো মনে করবে না। আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকবো।

শুধু সুখের সময় নয়, রণে-বনে, জলে-জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে আমাকে স্মরণ করিও আমিই রক্ষা করিব’- লোকনাথ ব্রহ্মচারীর এই বাণীই ভক্তদের কাছে অভয়মন্ত্র আজও।

আগুনে সর্বস্ব হারানো পরিবারের পাশে কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে আগুনে সর্বস্ব হারানো পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করেছে ফেসবুক ভিত্তিক কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপ। শুক্রবার সকাল ১১ টায় উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে ক্ষতিগ্রস্থ আব্বাস আলীর বাড়িতে এ সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এ সময় আব্বাস আলীর স্ত্রী লাকি খাতুনের কাছে ৫০ হাজার টাকা, এক বান টিন প্রদান করা হয়।

সহযোগিতা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ থানার ওসি মুহা: মাহাফুজুর রহমান মিয়া, কালীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি জামির হোসেন, ইউপি চেয়ারম্যান ইলিয়াস রহমান মিঠু, কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশন মাস্টার শেখ মামুনুর রশিদ, মাইটিভির জেলা প্রতিনিধি মিঠু মালিথা, গ্রুপের এ্যাডমিন শাহরিয়ার আলম সোহাগ, খাইরুল কবির খান সাগর, সাংবাদিক মিশন আলী, তৌহিদুল ইসলাম, শোয়াইব উদ্দিন ও রিওন হোসেন।

জানা যায়, গত ১৩ আগস্ট বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনে ঘরের

সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায় আব্বাস আলীর। নিজেদের পরনের কাপড় ছাড়া কিছুই ছিল না। সহযোগিতার হাত বাড়ান বিত্তবানদের কাছে। এ নিয়ে গত ১৪ আগস্ট কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপ অসহায় আব্বাস আলীকে নিয়ে ফান্ড সংগ্রহ করেন। গ্রুপটির দেশ-বিদেশের সদস্যদের পাঠানো ৫০ হাজার টাকা জমা হয়।

অসহায় আব্বাস আলীর স্ত্রী লাকি খাতুন বলেন, ঘরের কিছুই নেই। সব পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। এই টাকা দিয়ে একটা মাথা গোঁজার ঠাই বানাতে পারবো। কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপ পাশে না দাঁড়ালে এটি সম্ভব হতো না।

কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপের এ্যাডমিন শাহরিয়ার আলম সোহাগ জানান, ৫২ হাজার সদস্যের গ্রুপটি কালীগঞ্জে মানবিক ও সামাজিক কাজ করে মানুষের মন জয় করেছে। ভবিষ্যতে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করতে চাই।